লোকজ কৃষিবার্তা

আষাঢ় ১৪২৬, জুন ২০১৯

LoCOS
লোকজ

লোকজ
কৃষিবার্তা
আষাঢ় ১৪২৬, জুন ২০১৯

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের চেহারা গত ১৫ বছরে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক অনেক উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির কথা আমরা শুনছি, আমরা জানিও বটে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কাদের শ্রমে এই প্রবৃদ্ধি! কাদের টাকায় রাষ্ট্রের চেহারার এই পরিবর্তন?? স্বাধীনতার পর গত ৪৭ বছরের আমাদের জাতীয় বাজেটের পরিমাণ ৬৬৬ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কৃষি খাতে বরাদ্দ বেড়েছে কত গুন? সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়েছেওবা কত গুন?? এই প্রশ্ন কিন্তু আমরা করতেই পারি।

এক লিটার পানির দাম কুড়ি টাকা অথচ এ বছর ১৩ টাকায় এক কেজি ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে কৃষক। উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাতের এক কেজি বোরো চাল উৎপাদনে ৩২০০ লিটার পানি খরচ হয়। কথাটা এই কারণেই বলা হলো পানিসহ সকল পণ্যের মুনাফার লাগাম আমরা খুলে দিলেও কৃষকের ফসলের লাভজনক মূল্য নির্ধারণ করতে পারি নি। এবছরও কৃষক রাজপথে ধান ফেলে প্রতিবাদ করেছে, পুড়িয়ে দিয়েছে তার সাধের ফসল। সুতরাং আমরা চাই, যাদের শ্রমে ও ঘামে এই রাষ্ট্রের উন্নতি সেই সকল কৃষক ও মেহনতী মানুষের কল্যাণকে কেন্দ্র করে আমাদের উন্নয়ন ভাবনা বিকশিত হোক।

বহুজাতিক কোম্পানীর আগ্রাসন, চটকদার প্রপাগান্ডা ও বিজ্ঞাপনের খপ্পরে পড়ে আমাদের বীজ হারিয়ে আমারা নিঃস্ব হচ্ছি। কৃষকের ঘর থেকে বীজ হারিয়ে গেলে কৃষক জমি দিয়ে কি করবে? এখন কোম্পানির লোকেরা পানি সহিষ্ণু ধান, ক্ষরা সহিষ্ণু ধানের বীজ কৃষকদের কেনার কথা বলছে। কিন্তু আমাদের নিজেদেরই পানি সহিষ্ণু ধান আছে, ক্ষরা সহিষ্ণু ধান আছে, অধিক পানির ধান আছে, অল্প পানির ধানও আছে। তাই- আমাদের লড়াই আমাদের নিজেদের বীজের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

বীজ আগ্রাসনের এই সময়ে সবচেয়ে উল্লেখ করার মতো খবর হলো জৈব কৃষি ও স্বনির্ভর ঋণ আন্দোলনে বটিয়াঘাটার ৫৩৩ জন কৃষক ২৫টি কৃষক দলে সংগঠিত হয়েছেন। তারা একটি ফেডারেশন গড়ে তুলেছেন। কৃষিতে বহুজাতিক কোম্পানীর আধিপত্য ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কৃষকদের সজাগ করতে ফেডারেশনটি কাজ করছে। তারা নিরাপদ স্থানীয় কৃষির সম্প্রসারণ এবং নিজেদের মধ্যে বীজ বিনিময় করছে। ফেডারেশনটি ফসলের লাভজনক মূল্য নির্ধারণ, কৃষিভর্তুকি নিশ্চিতকরণ, শস্যবীমা চালুর দাবীসহ পানি ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় কৃষকের নিয়ন্ত্রনে আনা এবং লবণ পানি প্রতিরোধসহ বীজ, সার ও কীটনাশক প্রতারণার বিরুদ্ধে ক্ষতিপুরণ আদায়ে একযোগে কাজ করছে।

'লোকজ' ২০১৩ থেকে মিজরিও-জার্মানীর সহযোগিতায় কৃষক নেতৃত্বে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের বাস্তবায়িত নানা ধরণের কর্মসূচির খবর নিয়ে লোকজ কৃষিবার্তা ৩য় সংখ্যা প্রকাশিত হলো। এছাড়া কৃষিবার্তাটিতে কৃষি অনুপ্রেরণার স্থানীয় কিছু গল্প প্রকাশ করা হয়েছে। 'বারসিক'-এর গবেষক পাভেল পার্থ লেখা দিয়ে সহায়তা করেছেন। বার্তাটি প্রকাশনায় সহায়তাকারী সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সম্পাদনা
দেব প্রসাদ সরকার
পলাশ দাশ

অনুলিখন
মিলন কান্তি মণ্ডল
দিপঙ্কর কবিরাজ
বাসুদেব মল্লিক

প্রকাশকাল
আষাঢ় ১৪২৬, জুন ২০১৯

প্রকাশনায়
লোকজ
বটিয়াঘাটা, খুলনা

মুদ্রণ
মুদ্রাকর, খুলনা

দুষিত পরিবেশ: নিরাপদ খাদ্য ও জনস্বাস্থ্য

পাভেল পার্থ

১৯৯৬ সালের বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়, খাদ্য কোনোভাবেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। কিন্তু তারপরও আমরা দেখতে পাই খাদ্যকে ঘিরে নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চাপ এবং নিয়ন্ত্রণ। আবার দেখা যায়, কেবলমাত্র মানুষের খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করতে গিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণ-প্রজাতির খাদ্য ভান্ডারকে সমূলে শেষ করে দেয়া হয়। খাদ্য হিসেবে মানুষের ভাত উৎপাদনের জন্য ধান ক্ষেতে ব্যবহার করা হয় নানা ক্ষতিকর আগাছানাশক, কীটনাশক ও রাসায়নিক সার। এভাবে মৃত্যু ঘটে শৈবাল, অণুজীব থেকে শুরু করে নানা লতাগুল্ম, মাকড়সা, শামুক, কেঁচো, ব্যাঙ ও ছোট মাছের। হয়তো এভাবে মানুষের জন্য উৎপাদিত খাবার ভাতের থালা ভরে সামনে চলে আসে কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য সদস্য মারা যাওয়ায় খাদ্য সংকটে পড়ে পাখি, গরু, ছাগল, মুরগি ও অন্যান্য প্রাণীরা। আজকের দুনিয়ায় খাদ্য তাই শুধুমাত্র ক্ষুধা নিবারণের বিষয় নয়। আজ ভাবতে হবে এর উৎপাদন, সরবরাহ, মজুতকরণ, বিপণন, বিনিময়, বণ্টন, প্রবেশাধিকার থেকে শুরু করে কার জন্য খাদ্য এবং কীভাবে এই খাদ্য সকলের জন্য সমানভাবে সুরক্ষিত থাকছে। তার মানে খাদ্যের মতো এক মৌলিক অধিকার আজ বিশ্বব্যাপি সকলের জন্যই এক প্রধান মৌলিক তর্ক হিসেবে দাঁড়িয়েছে। একটা সময় 'অধিক খাদ্য ফলানোর' প্রচেষ্টা থাকলেও দুনিয়া আজ স্থায়িত্বশীল খাদ্য উৎপাদনের দিকে ধাবিত হতে বাধ্য হচ্ছে। এখন খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবেশ, প্রতিবেশ, বৈচিত্র্য, সংস্কৃতি এবং জনগোষ্ঠীর আকাংখাকেও গুরুত্ব দেয়ার চল শুরু হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি মানুষসহ সকল প্রাণসত্তার নিরাপদ খাদ্যের কথা এখন নানাভাবে আলোচিত হচ্ছে। বারসিক ও পবা দীর্ঘদিন থেকেই নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে কাজ করে আসছে। আমরা জানি এ কাজ আমাদের কারোর একার পক্ষেই সামাল দেয়া সম্ভব নয়, চাই সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা। মানুষসহ সকল প্রাণসত্তার জন্য নিরাপদ খাদ্যের জোগানের ভেতর দিয়ে ভবিষ্যতের নির্মল পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় চাই সকল স্তরের এক সমন্বিত জাগরণ। আমাদের চারপাশের পরিবেশ আজ নানাভাবে দূষিত ও বিপর্যস্ত। এ অবস্থায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্যের জোগান দেয়া সত্যিই এক দুরূহ জটিল কাজ। কিন্তু আমাদের সকলের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য এবং ভবিষ্যতের নিরাপদ বাংলাদেশের জন্য অবশ্যই নিরাপদ খাদ্যের জোগান জরুরি। আর নিরাপদ খাদ্যের প্রাথমিক শর্ত হলো দূষণমুক্ত পরিবেশ।

২.

এ পরিস্থিতিতে আমরা কী করতে পারি? একেবারেই একজন ভোক্তা ও ক্রেতা হিসেবে প্রথমত আমরা খাদ্যটাকে নিরাপদ দেখতে চাই। নিরাপদ মানে ক্ষতিকর ও বিপদজনক রাসায়নিকমুক্ত খাদ্য। এ অবস্থায় খাদ্য উৎস ও উৎপাদনস্থলকেই প্রথমত নিরাপদ করাটা জরুরি। তারপর থাকছে খাদ্য সরবরাহ,

পরিবহন, বিপণন, মজুতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পরিবেশন। জমির মাটি থেকে খাবার থালা অবধি খাদ্য নিরাপদ হওয়া জরুরি। খাবার নিরাপদ কীনা এ নিয়ে নিয়মিত খাদ্য পরীক্ষাটাও জরুরি। আমরা যেমন খাবারে কোনো ভেজাল চাই না, আবার ফরমালিন-কার্বাইড বা ক্ষতিকর কোনো উপাদান খাবারে মিশে থাকুক তাও চাইনা। আবার খাদ্য উৎপাদনের পরিবেশ এবং কোন ধরণের শস্যজাত থেকে খাদ্য উৎপাদিত হচ্ছে তাও পরখ করেই দেখতে চাই। প্রতিদিন দেশে কমছে কৃষিজমি এবং প্রাকৃতিক পানির উৎসস্থলগুলো। আমরা কৃষিজমি ও জলাভূমিকে বাঁচাতে পারছি না। তাই বাধ্য হয়ে অধিক খাদ্য ফলানোর নামে খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে সংহারী বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক। এরপর খাদ্য বিপণনের নানা স্তরে ভেজালদ্রব্য তো থাকছেই। ক্ষতিকর কীটনাশক, আগাছানাশক, ছত্রাকনাশক মাটির অণুজীব থেকে শুরু করে শামুক-কেঁচো-উপকারী পতঙ্গ সব মেরে ফেলছে। দূষিত করছে সামগ্রিক পরিবেশ। মানবস্বাস্থ্য ক্রমেই হুমকীর মুখে পড়ছে। প্রতিবছর লিচু মৌসুমে বিশেষত দিনাজপুর অঞ্চলে বিষমাখা লিচু খেয়ে মারা যাচ্ছে অবোধ শিশুরা। শস্যক্ষেতে বিষ ছিটানোর পর গ্রামবাসীর হাঁস-মুরগী সেই জমিতে প্রবেশ করে মারা পড়ছে এবং এ নিয়ে গ্রামে প্রতিবেশীর সাথে নানা দরবার লেগেই আছে। জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে তার অবশেষ জমা হচ্ছে জলাশয়ে। এভাবে মরছে দেশি মাছের বৈচিত্র্য। পাশাপাশি জলজ জীব ও জলচর পাখিদের জন্যও এটি খাদ্যসংকট তৈরি করছে।

৩.

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল সাতক্ষীরায় পরিচালিত কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব শীর্ষক এক গবেষণায় দেখা যায় এসব অঞ্চলে বহুজাতিক সিনজেনটা, এসিআই ও পদ্মা কোম্পানির কীটনাশক কৃষকেরা বেশি ব্যবহার করে থাকেন। বাংলাদেশ সরকার দ্বারা নিষিদ্ধ বাসুডিনের মতো কীটনাশকও এসব অঞ্চলে দেদারছে বিক্রি ও ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০১৭ সনের আগস্টে সাতক্ষীরা সদর, শ্যামনগর, কলারোয়া, তালা ও কালীগঞ্জ উপজেলার ৬০০ কৃষকের মাঝে 'বারসিক ও লোকজ' পরিচালিত এ গবেষণায় জানা গেছে, ৯৮.৩৪ ভাগ কৃষক কীটনাশক ব্যবহার করেন। এর ভেতর ৬১.৫৩ কৃষক ক্যান্সার, লিভারের সমস্যা, বহুমূত্র, শ্রবণ সমস্যা, কিডনি জটিলতা, শারিরীক ও মানসিক বিকাশে বাধাগ্রস্থ হওয়ার মতো নানা জটিলতায় ভুগছেন। কৃষকেরা দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে কীটনাশক স্প্রে করেন। জমিতে স্প্রে করার সময় ৭৫ ভাগ কৃষকের শরীরে সরাসরি কীটনাশক ছিটকে পড়ে। অধিকাংশ কৃষক স্প্রে করার পর হাত ও শরীর না ধুয়েই খাবার খান এবং ৫৪ শতাংশ কৃষক কীটনাশক ছিটানোর সময় কোনো প্রতিরোধমূলক পোশাক পরেন না। স্প্রে করার পর কীটনাশকের খালি প্যাকেট ও বোতল নষ্ট করা হয় না এবং এগুলো যত্রতত্র ফেলে রাখা হয়। কীটনাশকের এই ক্ষতিকর প্রভাব শুধু মানবস্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে না তা পরিবেশ দূষণও ঘটাচ্ছে। কীটনাশকের এরকম অবাধ ব্যবহার কৃষির ফলন বাড়াচ্ছে কিন্তু খাদ্যকে করে তুলছে বিষাক্ত, যা খাওয়ার পর মানুষ আরো নানা রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে এবং তা সারিয়ে তোলার জন্য আরো বেশি সময়, মনোযোগ ও অর্থ নষ্ট হচ্ছে।

৪.

এমনকি চাষাবাদের জন্য জমিতে সরাসরি রাসায়নিক প্রয়োগ নয়, আরো অন্যান্য ক্ষেত্রেও খাদ্য উৎপাদন করতে যেয়েও দূষিত হচ্ছে পরিবেশ ও হুমকীতে পড়ছে খাদ্য। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখতে পেয়েছে, অপরিশোধিত পোল্ট্রি বর্জ্য সরাসরি জমিতে ও জলাধারে ব্যবহারের কারণে শাকসজিতে ঢুকে পড়ছে রোগজীবাণু। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথলজি বিভাগের গবেষকেরা গাজর, করলা, বেগুন, লাউ, শসা, পুঁইশাক, ডাঁটাশাক, মরিচ ও ঝিঙ্গায় সালমোনেল্লা ও ই-কোলাই ব্যাক্টেরিয়া সণাক্ত করেছেন যা টাইফয়েড ও ডায়রিয়া রোগের জন্য দায়ী (সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ৭ অক্টোবর ২০১৭)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ ২০১৪ সনে পোল্ট্রি মুরগির মগজে ৭৯৯ পিপিএম, মাংসে ৩৪৪ পিপিএম, চামড়ায় ৫৫৭ পিপিএম, কলিজায় ৫৭০ পিপিএম এবং হাড়ে ১৯৯০ পিপিএম ক্রোমিয়ামের উপস্থিতি আবিষ্কার করেন (সূত্রঃ ইন্টারন্যাশনাল জার্ণাল অব সিভিল, স্ট্রাকচারাল,

এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট; আগষ্ট ২০১৪)। মানবদেহে এই ভারী ধাতু ক্রোমিয়ামের সহনীয় মাত্রা হলো প্রতিদিন ২৫ পিপিএম। একই সনের নভেম্বরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের পুষ্টি ইউনিট মাছের জন্য তৈরি খাদ্য নিয়ে একটি গবেষণা করে দেখেছে, প্রতি কেজি মাছের খাবারে ৪৯৭১.১৫ পিপিএম এবং মুরগির খাবারে ৪,২০৫.৭০ পিপিএম ক্রোমিয়াম আছে (সূত্র: দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪)।

৫.

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ২০১৩ সনের ১০ অক্টোবর দেশের নাগরিকের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ অনুমোদন করে। এই আইন বাস্তবায়নের জন্য নিরাপদ খাদ্য বিধিমালা ২০১৪ তৈরি হয়েছে। খাদ্যে ভেজাল ও ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ মেশানোর দায়ে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও ২০ লাখ টাকার জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। ২০১৫ সনের ২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। একইসাথে ২০১৮ সনে অনুমোদিত হয়েছে 'নিরাপদ খাদ্য (স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ) প্রবিধানমালা ২০১৮'। মানুষসহ সকল প্রাণসত্তার নিরাপদ খাদ্যের জন্য নিরাপদ খাদ্য আইনের নিম্নোক্ত ধারাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ:

২৩। *কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী রাসায়নিক দ্রব্য বা উহার উপাদান বা বস্তু (যেমন-ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ফরমালিন, সোডিয়াম সাইকামেট), কীটনাশক বা বালাইনাশক (যেমন- ডিডিটি, পিসিবি, তৈল, ইত্যাদি), খাদ্যের রঞ্জক বা সুগন্ধি, আকর্ষণ সৃষ্টি করুক বা না করুক, বা অন্য কোন বিষাক্ত সংযোজন দ্রব্য বা প্রক্রিয়া সহায়ক কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না অথবা উক্তরূপ দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদ, বিপণন বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।*

২৪। *কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন বা বিকিরণযুক্ত পদার্থ অথবা প্রাকৃতিক বা অন্য কোনভাবে থাকা কোন সমজাতীয় পদার্থ বা ভারী-ধাতু কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না।*

৩৩। *কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়া অনুসরণের মানদণ্ড ও শর্তের ব্যত্যয় ঘটাইয়া মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে এইরূপ কোন প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।*

৬.

দানাজাতীয় খাদ্য থেকে শুরু করে প্রাণিজ আমিষ বা শাকসব্জি কী ফলমূল কোনো খাবারই আজ নিরাপদ নয়। স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ঝুঁকিমুক্ত নয়। তাহলে এখন খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদেরতো একেবারে প্রাথমিক শর্তটা পূরণ করা দরকার। নিরাপদ, ঝুঁকিমুক্ত ও ভেজালমুক্ত খাদ্য উৎপাদন, ব্যবহার, বণ্টন ও গ্রহণ। আমরা তাই এ বছরের জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসে স্পষ্ট করে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের কথা বলছি। দূষিত পরিবেশে কোনোভাবেই নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন সম্ভব নয়, তাই নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য আমরা প্রথমেই পরিবেশ দূষণের সকল ক্ষেত্র বন্ধের জোরদার দাবি জানাচ্ছি। নিরাপদ স্বাস্থ্যকর বৈচিত্র্যময় খাদ্য উৎপাদনে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানাচ্ছি। খাদ্য কেবলমাত্র ক্ষুধা নিবারণ করে না, এটি শারিরীক ও মানসিক বিকাশ ঘটায়। খাদ্যের রয়েছে ভৌগোলিক, প্রতিবেশগত এবং সাংস্কৃতিক নানা ব্যঞ্জনা। খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নে আমাদের এসব বৈচিত্র্য ও ব্যাঞ্জনাকে গুরুত্ব দিতে হবে। খাদ্যের সাথে জড়িত সকল প্রাণ ও প্রজাতির আন্তঃনির্ভরশীল সম্পর্ককে গুরুত্ব দিতে হবে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক প্রচারণার দিকে আমরা আবারো সকলের নজর দিতে আহবান জানাচ্ছি:

সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য একটি গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদী সমাজ ব্যবস্থার পূর্বশর্ত। এই শর্ত পূরণে রাষ্ট্র, জনগণ, গণমাধ্যমসহ সকলকেই একযোগে কাজ করতে হবে। নিরাপদ খাদ্যের কোনো বিকল্প নেই, কোনো ধরণের জোড়াতালি দিয়েও এর কোনো চমক তৈরি করা যায় না। বিশেষত চারধারের পরিবেশ দূষণের ভেতর কোনোভাবেই সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন সম্ভব নয়। নিরাপদ খাদ্য সমাজের সকলের প্রতি সকলের শ্রদ্ধাশীল সম্পর্ককে জাগ্রত করে এবং বিকশিত করে। আসুন আমরা নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সকলেই নিজেদের দায়িত্বশীলতাকে আরো প্রসারিত করি।

পাভেল পার্থ, গবেষক, প্রতিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ। ই-মেইল: animistbangla@gmail.com

কৃষি উন্নয়নে নানা কর্মসূচি

বটিয়াঘাটায় কৃষক নেতৃত্বে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রারম্ভ সভা অনুষ্ঠিত

স্থায়ীত্বশীল স্থানীয় কৃষির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে লোকজ পরিচালিত কৃষক নেতৃত্বে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের তৃতীয় ফেজের কাজ বটিয়াঘাটায় শুরু হয়েছে। মিজরিও-জার্মানী আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত প্রকল্পটির প্রারম্ভ সভা ৩১ জুলাই ২০১৮ বটিয়াঘাটা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। লোকজের নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকল্প পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বটিয়াঘাটা উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব দেবাশীষ চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে বটিয়াঘাটা সদর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন মণ্ডল, ভান্ডারকোট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন মোল্লা বাবু, উপজেলা প্রাণীসম্পদ অফিসার ডা. বঙ্কিম হালদার, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসার মনিরুল মামুন, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার শামীম আরা নিপা, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার মোনায়েম খান এবং প্রেসকাবের সভাপতি প্রতাপ ঘোষ বক্তব্য রাখেন। এছাড়া সভায় আরো বক্তব্য রাখেন প্রেসকাবের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ টিকাদার, উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি অলিউল্লাহ হোসাইন, কৃষক সংগঠনের রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, মনোরঞ্জন অধিকারী, বাসুদেব মণ্ডল, আরুনী সরকার, কাকন মল্লিক, লোকজের মিলন কান্তি মণ্ডল ও দিপঙ্কর কবিরাজ। চলতি মাসে শুরু হওয়া প্রকল্পটি বটিয়াঘাটার ৩টি ইউনিয়নের ২৫টি কৃষকদলের নেতৃত্বে সচেতনতা ও প্রচারাভিযানের মাধ্যমে কৃষক-পরিবারগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তার মাধ্যমে স্থায়ীত্বশীল দেশীয় কৃষি ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় কৃষকদলগুলোর ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে ২০২১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত কাজ করবে।

কৃষক দল গঠন

কৃষক নেতৃত্বে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক মুক্ত ফসল উৎপাদন এবং স্বনির্ভর ঋণ কার্যক্রমের বিকাশ ঘটাতে বটিয়াঘাটায় ভান্ডারকোট ইউনিয়নে নতুন ০৫টি কৃষক সংগঠন গঠিত হয়েছে। গত ১৮ আগস্ট ২০১৮ শিয়ালীডাংগায় 'নালুয়া ভূমিহীন কৃষক সংগঠন', ০৮ অক্টোবর ২০১৮ চর হালিয়ায় 'চরপাড়া কৃষক সংগঠন', ১১ অক্টোবর ২০১৮ পশ্চিম হালিয়া গ্রামে 'সবুজ বাংলা কৃষক সংগঠন', ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ নোয়াইল তলা গ্রামে 'নোয়াইলতলা কৃষক সংগঠন' এবং ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ চাঁন্দামারী হালিয়া গ্রামে 'চাঁন্দামারী কৃষক সংগঠন' গঠিত হয়। নুতন গড়ে ওঠা এই ০৫টি সংগঠনে ২৭ জন নারী ও ৭৯ জন পুরুষসহ মোট ১০৬ জন কৃষক রয়েছেন। প্রতিটি কৃষক সংগঠনে ৫-৭ সদস্যের একটি করে নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। কৃষক সংগঠনগুলো নিজেদের মধ্যে প্রতি মাসে ৫০-১০০ টাকা সঞ্চয় করে স্বনির্ভর সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম এবং নিজেদের নেতৃত্বে স্থানীয় কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। এছাড়া এর আগে গড়ে ওঠা ২০টি কৃষক সংগঠনে ১৬৯ পুরুষ ও ২৫৮ নারীসহ ৪২৭ জন কৃষক সংগঠিত হয়ে উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করছে।

পারিবারিক পর্যায়ে প্রদর্শনী সবজি চাষ

পাঁচটি কৃষক সংগঠনের ১০ জন কৃষককে ১৮ অক্টোবর ২০১৮ শীতকালীন প্রদর্শনী সবজি চাষে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ঝড়ভাঙ্গা কৃষক সংগঠনের নারায়ন মণ্ডল ও অরবিন্দ মণ্ডল, আমতলা পল্লী উন্নয়ন কৃষক সংগঠনের অমর রায় ও স্বপন মহালদার, সবুজ কৃষক সংগঠনের তমা কবিরাজ ও মঙ্গলী কবিরাজ, বসুরাবাদ বন্ধন কৃষক সংগঠনের মমতা মণ্ডল ও সরস্বতী বিশ্বাস এবং বন্ধু কৃষক সংগঠনের স্বপন ফৌজদার ও তুষার রায়কে এই সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

সহায়তা প্রাপ্ত কৃষকরা ওলকপি, বাধাঁ কপি, ফুল কপি, বিট কপি, টমেটো, বেগুন, মরিচ, লাল শাক, সবুজ শাক, পালং শাক বেড পদ্ধতিতে সারিবদ্ধভাবে চাষাবাদ করেছেন। বেড পদ্ধতিতে প্রদর্শনী সবজি ক্ষেত দেখে স্থানীয় বেশকিছু কৃষক অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

বটিয়াঘাটায় লোকজ মৈত্রী কৃষক ফেডারেশন গঠিত

রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল সভাপতি, কাকন মল্লিক সাধারণ সম্পাদক
আরুনি সরকার সাংগঠনিক সম্পাদক এবং তাপস মল্লিক কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত

কৃষক দলগুলোর নেতৃত্বে সচেতনতা ও প্রচারাভিযানের মাধ্যমে স্থায়ীত্বশীল দেশীয় কৃষি ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণ করে খাদ্য নিরাপত্তার ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে বটিয়াঘাটায় গঠিত হলো লোকজ মৈত্রী কৃষক ফেডারেশন। মিজরিও-জার্মানী এবং লোকজের সহযোগিতায় ১৫ নভেম্বর ২০১৮ বটিয়াঘাটা কাতিয়ানাংলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রঙ্গনে তিনটি ইউনিয়নের ২৫টি কৃষক সংগঠনের পাঁচ শতাধিক সদস্যদের সমন্বয়ে বটিয়াঘাটা উপজেলা লোকজ মৈত্রী কৃষক ফেডারেশন গঠিত হয়।

হেতালবুনিয়া রংধনু কৃষক সংগঠনের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফেডারেশন গঠন সভায় অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বটিয়াঘাটা সদর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন মণ্ডল, গঙ্গারামপুর ইউপি চেয়ারম্যান শেখ হাদি-উজ-জামান হাদী, লোকজের নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকার, ইউপি সদস্য দীপ্তি রাণী মল্লিক, লোকজের পলাশ দাশ, কাকন মল্লিক। সভায় রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলকে সভাপতি, কাকন মল্লিককে সাধারণ সম্পাদক, আরুনি সরকারকে সাংগঠনিক সম্পাদক এবং তাপস মল্লিককে কোষাধ্যক্ষ করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট বটিয়াঘাটা উপজেলা লোকজ মৈত্রী কৃষক ফেডারেশনের কমিটি গঠিত হয়।

গঠিত বটিয়াঘাটা উপজেলা লোকজ মৈত্রী কৃষক ফেডারেশন নিরাপদ স্থানীয় কৃষির সম্প্রসারণ ও বিকাশ ঘটানো, বীজ বিনিময় ও স্থানীয় জাতের সম্প্রসারণ, কৃষিতে বহুজাতিক কোম্পানীর আধিপাত্য ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কৃষকদের সজাগ করা, কৃষিভর্তুকি নিশ্চিতকরণ ও শস্যবীমা চালু, যুগোপযোগী নতুন স্লুইচ গেট স্থাপন এবং উপকূলীয় বেড়িবাঁধ উঁচু ও আধুনিকায়ন, ভরাটকৃত নদী-খাল খনন এবং ইজারা বন্ধ ক'রে সকল মৌসুমে ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণ, কৃষকদের ফসলের লাভজনক মূল্য নির্ধারণ, ক্রেতা বা ফড়িয়াদের সিন্ডিকেট বিলুপ্ত করা ও সরকারি চাকরিতে কৃষক সন্তানের ৫০% কোটা সংরক্ষণসহ বিভিন্ন দাবীতে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করা, সরকারি সুযোগ সুবিধা আদায়ে সচেষ্ট হওয়া, কৃষি ও সেচ কাজে পানি ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় কৃষকের নিয়ন্ত্রনে আনা এবং লবণ পানি প্রতিরোধসহ বীজ, সার ও কীটনাশক প্রতারণার বিরুদ্ধে ক্ষতিপুরণ আদায়ে একযোগে কাজ করবে।

৯৫ প্রজাতির স্থানীয় আমন ধানের প্লট

বটিয়াঘাটায় লোকজ'র কৃষক মাঠ দিবস পালন

৯৫ প্রজাতির স্থানীয় আমন ধান উপস্থাপন ও এলাকা উপযোগী আমন ধানের জাত নির্বাচন

কৃষকের অংশগ্রহণে এলাকা উপযোগী আমন ধানের জাত নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হলো কৃষক মাঠ দিবস। মিজরিও-জার্মানীর সহায়তায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা লোকজ এর আয়োজনে ২৯ নভেম্বর ২০১৮ বটিয়াঘাটা গঙ্গারামপুর স্টার ইউনিট কাব মাঠে কৃষক মাঠ দিবসের আলোচনা সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বটিয়াঘাটা সদর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন মণ্ডল ও বটিয়াঘাটা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার ইনসাদ ইবনে আমিন। বটিয়াঘাটা উপজেলা লোকজ মৈত্রী কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের সভাপতিত্বে এবং লোকজ এর নির্বাহী পরিচালক দেব প্রসাদ সরকারের সঞ্চালনায় এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন পঞ্চগড়ের অ্যারো ফার্মের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা রেজাউল করিম, উপসহকারী কৃষি অফিসার সরদার আব্দুল মান্নান, ইউপি সদস্য নীহার রঞ্জন সরকার, সুশীল কুমার রায়, নিকুঞ্জ বিহারী সরকার, মনসুর আলী শেখ, আশালতা ঢালী, সাংবাদিক রিংটন মণ্ডল, লোকজের সমন্বয়কারী পলাশ দাশ, লোকজ মৈত্রী কৃষক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কাকন মল্লিক, কবিরাজ আউয়ুব আলী হালদার, দেব কুমার রায়, আরুণী সরকার, বাসুদেব মণ্ডল, পূর্বাণী মণ্ডল, হাসান সরদার প্রমুখঃ। মাঠ দিবসের কর্মসূচিতে বটিয়াঘাটা সদর, গঙ্গারামপুর, সুরখালী ও ভান্ডারকোট ইউনিয়নের ২৫টি কৃষক সংগঠনের শতাধীক কৃষক অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা আমন ধানের জাত নির্বাচন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে ৯৫ প্রজাতির স্থানীয় প্রজাতির ধানের পিভিএস প্লট পরিদর্শন করে র‍্যাংকিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এলাকা উপযোগী ধানের জাত নির্বাচন করেন। পরিদর্শনকালে ব্রীডার কৃষক আরুনী সরকার তার উদ্ভাবিত ১০ প্রজাতির এফ-৮ পর্যায়ের ধানের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। স্থানীয় ধান বীজ বিতরণের মাধ্যমে সংরক্ষিত ৯৫ প্রজাতির ধান সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখায় স্থানীয় কৃষক ও অতিথিরা লোকজ'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষিতে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন প্রশিক্ষণ

স্থায়ীত্বশীল স্থানীয় কৃষির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে লোকজ পরিচালিত কৃষক নেতৃত্বে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের কৃষকদের অংশগ্রহণে বটিয়াঘাটায় অনুষ্ঠিত হলো জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশিক্ষণ। মিজরিও জার্মানীর আর্থিক সহায়তায় লোকজের আয়োজনে গত ০৮ নভেম্বর ও ০৬ ডিসেম্বর ২০১৮ বটিয়াঘাটা কাতিয়ানাংলা লোকজ সভা কক্ষে প্রশিক্ষণ দুটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন ঘোষণা করেন বটিয়াঘাটা উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রবিউল ইসলাম। এছাড়া প্রশিক্ষণ দুটিতে অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন গঙ্গারাপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ মোঃ হাদি উজ জামান হাদী এবং লোকজের নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকার। প্রশিক্ষণে কৃষক নেতৃত্বে কৃষি, জলবায়ু, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব, দুর্যোগ, দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনে করণীয়, দুর্যোগ ও কৃষি এবং কৃষক ফেডারেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনায় সহায়কের ভূমিকা পালন করেন শংকর রঞ্জন সরকার ও লোকজের সমন্বয়কারী পলাশ দাশ। প্রশিক্ষণ দুটিতে বটিয়াঘাটার ৩টি ইউনিয়নের ২৫টি কৃষকদলের ৫০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

কৃষকদের অংশগ্রহণমূলক কৃষি শিক্ষা সফর

বটিয়াঘাটা উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের কৃষকদের নিয়ে লোকজ ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ একটি অংশগ্রহণমূলক কৃষি শিক্ষা সফরের আয়োজন করে। যশোর জেলার বারীনগর সাতমাইল এলাকার বড় হৈবতপুর এবং শাবাজপুর গ্রামের বাণিজ্যিক বৈচিত্র্যময় কৃষি পদ্ধতি সরেজমিনে দেখতে এই সফরে বটিয়াঘাটার ১৪ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা সফরের মাধ্যমে কৃষকরা ঐ এলাকার বেশকিছু সবজি যেমন বাঁধাকপি, পটল. সিম, বেগুন, গোলআলু, পুইশাক, ডাটা ইত্যাদি ফসল লাগানোর কৌশল, জমি তৈরি, সার ও বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিপনন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রায়োগিক ধারণা অর্জন করে। এছাড়া একই জমিতে তিনটি ফসল লাগানোর কৌশলসহ সাথী ফসল লাগানোর ক্ষেত্রে কী ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার তা কৃষকরা জানতে পেরেছেন। এলাকায় কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বিপনন কেন্দ্রও এই সফরের মাধ্যমে পরিদর্শন করা হয়েছে। সাতমাইল এলাকা পরিদর্শন শেষে যশোরের খয়েরতলার আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের শতাধিক সবজি ও দানা শস্যের গবেষণা প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন করা হয়।

নারী কৃষকের বীজ প্রদর্শনী

লোকজ'র উদ্যোগে ব্যতিক্রমী গ্রামীণ বীজমেলা

হারিয়ে যাওয়া দেশীয় প্রজাতীর বীজ বিনিময়, প্রদর্শণী ও বিপননের জন্য গত ২১ মার্চ বটিয়াঘাটার কাতিয়ানাংলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্তরে অনুষ্ঠিত হলো গ্রামীণ বীজমেলা ২০১৯। এলাকার অর্ধশতাধীক নারী কৃষক তাদের সংরক্ষিত বীজ নিয়ে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও এই মেলায় অংশগ্রহণ করেন। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা লোকজ ও মৈত্রী কৃষক ফেডারেশন আয়োজিত ব্যতিক্রমধর্মী বীজমেলার প্রত্যেকটি স্টলে কমপক্ষে ২৫ থেকে ১৯০ জাত ও প্রজাতির ফলজ, বনজ ও সবজি বীজ প্রদর্শীত হয়।

উন্নয়ন সহযোগি মিজরিও জার্মানীর সহযোগিতায় ২৫টি কৃষক সংগঠন মেলাটির আয়োজক সহযোগি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। লোকজ মৈত্রী কৃষক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কাকন মল্লিকের সভাপতিত্বে এবং লোকজের নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকারের পরিচালনায় মেলা শেষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আহমেদ জিয়াউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে বটিয়াঘাটা উপজেলা কৃষি অফিসার রবিউল ইসলাম এবং বটিয়াঘাটা সদর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন মণ্ডল বক্তব্য রাখেন। এ সময় আরো অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এসআরডিআই-এর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা অমরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, খগেন্দ্রনাথ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ নির্মলেন্দু বিশ্বাস, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুশীল কুমার রায়, মনোরঞ্জন শীল, সাংবাদিক এইচ এম আলাউদ্দীন, ইউপি সদস্য তুলসী দাস বিশ্বাস, নীহার রঞ্জন সরকার, দীপ্তি রাণী মল্লিক, আব্দুর রাজ্জাক, স্বপন কুমার রায়, মনিরুল ইসলাম, নিকুঞ্জ বিহারী সরকার প্রমুখ।

মেলায় বীজ বৈচিত্র্য, বীজের সংখ্যা ও প্রদর্শনী কৌশলের উপর ভিত্তি করে একটি নির্বাচনী প্যানেলের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী নারী কৃষকদের মধ্যে লক্ষী রাণী মণ্ডল প্রথম, শংকরী সরকার দ্বিতীয় এবং করুণা মণ্ডলকে তৃতীয় নির্বাচিত করে পুরস্কার প্রদানসহ মেলায় অংশগ্রহণকারী সকল স্টলদাতা নারী কৃষকদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। এই বীজমেলার মাধ্যমে কৃষকরা বীজ বিনিময় ও স্থানীয় বীজের সম্প্রসারণ করতে পেরেছেন এবং বীজ সংরক্ষণ বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া কৃষিতে বিশেষ অবদানের জন্য শিয়ালীডাঙ্গা নালুয়া ভূমিহীন কৃষক সংগঠন এবং বলাবুনিয়া সোনালী কৃষক সংগঠনকে পাঁচ হাজার টাকা করে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

লোকয়ত কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

স্থানীয় কৃষির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে লোকজ পরিচালিত কৃষক নেতৃত্বে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের কৃষকদের অংশগ্রহণে ১৭-১৮ এপ্রিল ও ১৯-২০ এপ্রিল ২০১৯ দুটি ব্যাচে লোকায়ত কৃষির সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মিজরিও-জার্মানীর আর্থিক সহায়তায় লোকজের আয়োজনে বটিয়াঘাটা লবণাক্ততা গবেষণা কেন্দ্র মিলনায়তনে ১৭ এপ্রিল ২০১৯ প্রশিক্ষণ দুটি শুরু হয়। এইদিন প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করে বক্তব্য রাখেন বটিয়াঘাটা উপজেলা নির্বাহী অফিসার আহমেদ জিয়াউর রহমান। এসময় অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, উপজেলা কৃষি অফিসার রবিউল ইসলাম এবং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ মো: হাদি-উজ-জামান হাদী। লোকজের নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকারের প্রারম্ভিক আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে লোকায়ত কৃষিতে স্থানীয় কৃষি, ভার্মি কম্পোস্ট, জৈব বালাইনাশক তৈরি ও ব্যবহার, কৃষক নেতৃত্বে কৃষি এবং ভেষজ উদ্ভিদ ও গুনাগুন বিষয়ক আলোচনা করে সহায়কের ভূমিকা পালন করেন স্থানীয় কৃষক বাসুদেব মণ্ডল, খোকন রায়, আইয়ুব আলী হালদার, লোকজের সমন্বয়কারী পলাশ দাশ ও মিলন কান্তি মণ্ডল। বটিয়াঘাটার ৩টি ইউনিয়নের ২৫টি কৃষক দলের ২৫ জন পুরুষ ও ১৭ জন নারী কৃষকসহ প্রশিক্ষণ দুটিতে মোট ৪২ জন কৃষক প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহণ করেন।

কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে দুতরফা খাজনা আদায় বন্ধসহ বিভিন্ন দাবীতে
ইউএনও বরাবর কৃষক ফেডারেশনের স্মারকলিপি প্রদান

বটিয়াঘাটা উপজেলায় নানাবিধ কৃষি সমস্যা সমাধানে লোকজ মৈত্রী কৃষক ফেডারেশন ১৪ মে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আহমেদ জিয়াউর রহমান বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করে। সকাল ১১ টায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কক্ষে স্মারকলিপি প্রদান অনুষ্ঠানে এ সময় উপস্থিত ছিলেন লোকজের নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকার, কৃষক ফেডারেশনের সহসভাপতি মো: মনসুর আলী শেখ, আশালতা ঢালী, সাধারণ সম্পাদক কাকন মল্লিক, কৃষ্ণপদ বিশ্বাস, গোলাম হোসেন, তাপস মল্লিক, অমর রায়, অরুন বিশ্বাস, দুলাল বিশ্বাস, অমরী মণ্ডল, অঞ্জলী মণ্ডল, শংকরী সরকার, বাসুদেব মণ্ডল, স্বপন ফৌজদার, ত্রিপলী মণ্ডল, লোকজের সমন্বয়কারী পলাশ দাশ, মিলন কান্তি মণ্ডল, দিপংকর কবিরাজ প্রমুখ:। লিখিত স্মারকলিপিতে বটিয়াঘাটার স্থানীয় হাট বাজারে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অন্যায্যভাবে দুতরফা খাজনা আদায় বন্ধ, কাতিয়ানাংলা গেটের খালসহ বটিয়াঘাটার সকল নদী-খালের অবৈধ নেট-পাটা-কোমর ও বাঁধ অপসারণ, নোয়াইলতলা, হালিয়া, শিয়ালীডাংঙ্গাসহ বটিয়াঘাটার সকল ওয়াপদা বাঁধের ভিতর লবণ পানি ঢোকানো বন্ধ করে কৃষি উপযোগী পরিবেশ তৈরি, যুগোপযোগী নতুন স্লুইচ গেট স্থাপন এবং উপকূলীয় বেড়িবাঁধ উঁচু ও আধুনিকায়ন, ভরাটকৃত নদী-খাল খননসহ সকল মৌসুমে মিষ্টি পানি ধারণ করে ফসল উৎপাদন নিশ্চিত, ক্রেতা বা ফড়িয়াদের সিন্ডিকেট বিলুপ্ত করে কৃষকদের ফসলের লাভজনক মূল্য নির্ধারণ, প্রকৃত কৃষকদের কৃষিভর্তুকি প্রদান করাসহ সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রদানে প্রান্তিক কৃষকদের অগ্রাধিকার প্রদান, কৃষি ও সেচ কাজে পানি ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় কৃষকের নিয়ন্ত্রনে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণসহ ন্যায্যমূল্যে সার, বীজ ও কীটনাশক প্রদান এবং বীজ, সার ও কীটনাশক প্রতারণার বিরুদ্ধে ক্ষতিপুরণ আদায়ে সহযোগিতা প্রদানের দাবী জানানো হয়।

দুতরফা খাজনা আদায় বন্ধ, সরকারি মূল্যে ধান ক্রয়, অবৈধ নেট, পাটা, কোমর ও বাঁধ অপসারণসহ বিভিন্ন দাবীতে

লোকজ ও কৃষক ফেডারেশনের সংবাদ সম্মেলন

কৃষি-প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষা এবং কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে ২২ মে ২০১৯ বটিয়াঘাটা লোকজ সভা কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লোকজ ও মৈত্রী কৃষক ফেডারেশনের যৌথ আয়োজনে লোকজের নির্বাহী পরিচালক দেব প্রসাদ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে কৃষকের দাবী সম্মিলিত লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন লোকজ মৈত্রী কৃষক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কাকন মল্লিক। এ সময় সাংবাদিকদের নানাবিধ প্রশ্নের পর সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন বটিয়াঘাটা উপজেলা প্রেসকাবের সভাপতি প্রতাপ ঘোষ এবং সাংবাদিক বুদ্ধদেব মণ্ডল। এছাড়া প্রশ্নোত্তর পর্বে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন কৃষক ফেডারেশনের সহসভাপতি মো: মনসুর আলী শেখ, দীপ্তি রাণী মল্লিক, কৃষ্ণপদ বিশ্বাস, আরুনি সরকার, বাসুদেব মণ্ডল, অমরী রাণী মণ্ডল, অরুন বিশ্বাস, লোকজের সমন্বয়কারী পলাশ দাশ, মিলন কান্তি মণ্ডল প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, জার্মানীর দাতা সংস্থা মিজারিও-এর সহায়তায় লোকজ কৃষক নেতৃত্বে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মাধ্যমে লোকজ বটিয়াঘাটা উপজেলার গঙ্গারামপুর, ভান্ডারকোট ও বটিয়াঘাটা সদর ইউনিয়নের ১৭টি গ্রামের দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক কৃষকদের সংগঠিত করে ২৫টি কৃষক সংগঠন গড়ে তুলেছে। এই ২৫টি কৃষক সংগঠন মিলে গড়ে উঠেছে বটিয়াঘাটা উপজেলা লোকজ মৈত্রী কৃষক ফেডারেশন।

সংবাদ সম্মেলনের লোকজ মৈত্রী কৃষক ফেডারেশনের পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্যে প্রকৃত কৃষকের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত মূল্যে সঠিক সময়ে ধান ক্রয়, কৃষি জমি রক্ষা, বটিয়াঘাটার স্থানীয় হাট বাজারে কৃষকদের কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অন্যায্যভাবে দুতরফা খাজনা আদায় বন্ধ, সকল নদী-খালের অবৈধ নেট, পাটা, কোমর ও বাঁধ অপসারণ, নোয়াইলতলা, হালিয়া, শিয়ালীডাঙ্গাসহ বটিয়াঘাটার সকল ওয়াপদা বাঁধের ভিতর লবণ পানি ঢোকানো বন্ধ করে কৃষি উপযোগী পরিবেশ তৈরি, যুগোপযোগী নতুন স্লুইচ গেট স্থাপন এবং উপকূলীয় বেড়িবাঁধ উঁচু ও আধুনিকায়ন, ভরাটকৃত নদী-খাল খননসহ সকল মৌসুমে মিস্টি পানি ধারণ করে ফসল উৎপাদন নিশ্চিত, ফড়িয়াদের সিন্ডিকেট বিলুপ্ত করে কৃষকদের ফসলের লাভজনক মূল্য নির্ধারণ করাসহ বেশ কিছু দাবী উত্থাপিত হয়।

দিবস পালন

পহেলা বৈশাখ ১৪২৬ উদযাপন

বটিয়াঘাটা উপজেলা প্রশাসন ও লোকজ এর আয়োজনে বাঙ্গালীর ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ উদযাপিত হয়। এলাকার সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারি, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কৃষক শ্রমিক সাংবাদিকসহ সর্বস্তরের নারী পুরুষ শিশু বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। লোকজের নেতৃত্বে এলাকার নানা শ্রেণি পেশার নারী পুরুষ বাঙ্গালী সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী নানান আইটেম প্রদর্শন করে মঙ্গল শোভাযাত্রার অংশগ্রহণ করে। শোভাযাত্রা শেষে পান্তাভোজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও দেশীয় খেলাধূলাসহ দিনব্যপী চলে নানা আয়োজন।

শোভাযাত্রায় লোকজ এর প্রদর্শিত ঐতিহ্যের ধরনসমূহ হলো- কলসী কাখে কুলবধু; হুক্কা বন্দেল হাতে মাঠে কৃষক; ধানের বোঝা মাথায় হাতে কাস্তে-কৃষক; খেপলা জাল কাধেঁ খারই হাতে-মাছুরে; হ্যাচা জাল কাধেঁ হাতে ড্যাগ-মাছুরে; মই ও জোয়াল কাধেঁ-কৃষক; বরনকূলা শঙ্খ প্রদীপসহ পল্লী বধু; টুকরী মাথায় চলমান কৃষক; পোলো কাধেঁ চলমান মাছুরে; পালকী কাধেঁ দুই বেহারা; বাক কাধেঁ দই বিক্রেতা; হাতে তাল পাতা কঞ্চির কলম কালির দোয়াত-শিক্ষার্থী; পান্তাভাত গামছায় বাধাঁ কৃষক বধু; লাঙ্গল জোয়াল কাঁধে চলমান কৃষক; কান্দল দাওয়ানী ঠুঁশি হাতে চলমান কৃষক; একতারা হাতে বাউল হাটে; ঠুঙ্গি, দড়া, দা, ঠিলে নিয়ে চলমান গাছী; শিপে বরশি খারই হাতে-মাছুরে; লণ্ঠন বল্লম হাতে ছুটছে ডাকহরকরা; নববর্ষের কূলা সজ্জিত স্কুল ছাত্রী।

লোকজের উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯ পালন

প্রকৃতির ওপর কৃত্রিম উপকরণ ও অনুপযোগী প্রযুক্তির অত্যধিক প্রয়োগ, বিজ্ঞানের অপব্যবহার এবং অপরিণামদর্শী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের লাগাম টেনে ধরার আহ্বান

বায়ু দুষণ রোধ করি, বাসযোগ্য ভবিষ্যত গড়ি' এই স্লোগানকে সামনে রেখে বটিয়াঘাটায় লোকজের উদ্যোগে পালিত হলো বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯। মিজরিও-জার্মানী আর্থিক সহায়তায় ১২ জুন ২০১৯ বটিয়াঘাটা টেকনিক্যাল এ্যান্ড বিএম কলেজ মিলনায়তনে দিবসটি উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। লোকজের নির্বাহী পলিচালক দেবপ্রসাদ সরকারের সভাপতিত্বে এবং সমন্বয়কারী পলাশ দাশের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত পরিবেশ দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ প্যানেল চেয়ারম্যান দীপ্তি রাণী মল্লিক, মুক্তিযোদ্ধা এস এম দেলোয়ার হোসেন, কবিরাজ আইয়ুব আলী হালদার এবং

লোকজের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মিলন কান্তি মণ্ডল প্রমুখঃ।

আলোচনা সভায় বক্তরা পরিবেশ সংরক্ষণে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সম্পদের ভোগ ও উপভোগ যাতে পৃথিবীর প্রাণশক্তিকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে এবং প্রকৃতিকে বিরূপ করে না তোলে, সে জন্য এলাকাবাসীকে সচেতন করতেই পরিবেশ দিবসের আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচকরা বলেন, অগণিত মানুষের অনেক স্বপ্ন পূরণের জন্য রয়েছে একটি মাত্র পৃথিবী। তাই এ পৃথিবীকে লালন করতে হবে অনেক যত্নে। পৃথিবীর প্রতিবেশব্যবস্থা এখন সংকটের মুখোমুখি। প্রকৃতির ওপর কৃত্রিম উপকরণ ও অনুপযোগী প্রযুক্তির অত্যধিক প্রয়োগ, বিজ্ঞানের অপব্যবহার, অপরিণামদর্শী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং যথেচ্ছ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ফলে পৃথিবী ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। এখন সময় এসেছে লাগাম টেনে ধরার। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী এই ধরণীকে রক্ষা করতে প্রত্যেকে বছরে পাঁচটি করে গাছ লাগানোর অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন।

কৃষি অনুপ্রেরণার গল্প

৩৬টি পালংশাকে ৫৪ কেজি বীজ উৎপাদন

বটিয়াঘাটা উপজেলার অভীজ্ঞ কৃষক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, যিনি হেতালবুনিয়া রংধনু কৃষক সংগঠনের সভাপতি। তার বসত বাড়ির দক্ষিণ পাশে পুকুর, সর্ব দক্ষিণে মাছের ঘের। ঘের ও পুকুরের মাঝখানে সবজি ক্ষেত। যেখানে টমেটো, ফুলকপি, ওলকপি, বাঁধাকপি, লালকপি, শিম, লাউ, লালশাক, সাদাশাক, পালংশাকসহ হরেক প্রকারের সবজি লাগানো হয়। যা নিজেরা খান, বিক্রি করেন এবং প্রতিবেশি ও আত্মীয় স্বজনদের মাঝে বিতরণ করেন।

সরেজমিন ক্ষেত পরিদর্শনে দেখা গেল বীজে ভরা ব্যতিক্রমি বেশ কিছু পালং শাক গাছ। এ বিষয়ে কৃষক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল জানান, তিনি জৈব পদ্ধতিতে সকল চাষাবাদ করে থাকেন। এখানে ৩৬টি পালংশাক গাছ আছে। বীজ তৈরির জন্য। এটা ইন্ডিয়ান দেবগিরি জাতের। তিনি নিজে বীজ তৈরি করে চাষ করেছেন। বিগত কয়েক বছর থেকে পালং বীজ তৈরি করে নিজের চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বীজ বিক্রিও করছেন। এর প্রতিটা গাছে গড়ে দেড় কেজি করে কমপক্ষে ৫০ কেজি বীজ হবে। প্রতি কেজি ২৫০ টাকা দরে মোট ১২,৫০০ টাকার বীজ বিক্রয় করতে পারবো বলে তিনি আশা করেন। এখানে খরচ একেবারেই নেই বললেই চলে-লাভ বেশি। শুধু সবজি নয় বীজ উৎপাদন করেও অনেক লাভবান হওয়া সম্ভব। তাছাড়া ঘরে বীজ থাকলে কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না। নিজেদের স্বাবলম্বী বলে মনে হয়। প্রতি কৃষকের নিজের বীজ নিজেরা রাখা একান্ত প্রয়োজন।

বস্তায় মেটে আলু চাষ

প্রকৃতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষি চাষ পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনতে হচ্ছে। মানুষ তার মেধা ও পরিশ্রম দ্বারা উন্নত চিন্তা চেতনাকে কাজে লাগিয়ে উদ্ভাবন করছে নতুন নতুন চাষাবাদ পদ্ধতির। এমনই একটি স্থানীয় উদ্ভাবিত চাষাবাদ পদ্ধতি হল বস্তার ভিতর মেটে আলুর চাষ।

আমাদের বাড়ির আঙ্গিনার আশেপাশে ঘেরা, বেড়া বা বাগানের সবথেকে বাতিল, পতিত, গাছের তলায় যেখানে কোন ফসলই ফলানো সম্ভব নয় সেই জাগাতেই এক বছরে উৎপাদন করা যেতে পারে মণ মণ মেটে আলু। বাগানের বড় বড় তেতুল, শিরিশ, মেহগনি বা অন্য কোন বড় বাগানের ভিতর যেখানে কিছুই উৎপাদন হয়না ঐ জায়গার মাটি থেকে যে খাবার উৎপান হয় তা ঐ বড় গাছের খাবার হিসেবে লাগে। সেক্ষেত্রে আমরা ঐ গাছের গোড়াতেই বস্তায় কিছু মাটি, পচা নাড়া, জৈব আবর্জনা, পচা গোবর, ভার্মী কম্পোষ্ট সার মিশিয়ে মেটে আলু লাগিয়ে যে কোন গাছের নিচে রেখে দিলেই এক বছরে পেতে পারি ৫/৭ কেজি ওজনের আলু। এই চাষের উপকরণ হিসেবে লাগবে একটি প্লাষ্টিকের বস্তা, পরিমাণমত মাটি, পচা নাড়া, পচা জৈব সার, পচা গোবর, ভার্মী কম্পোষ্ট পুরানো ছাই ও একটি আলুর মোথা/বীজ। যেসব অঞ্চলে লবণের তীব্রতা আছে সে সকল এলাকাতেও এই পদ্ধতির আলু চাষ খুবই উপযোগী। আমাদের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় এই পদ্ধতির মেটে আলু চাষ দারুণ সম্ভবনার দিক।

২০১৮ সালে জলমা ইউনিয়নের দক্ষিণ রাঙ্গেমারী গ্রামের বিনয় বিশ্বাসের স্ত্রী বুলু রাণী বিশ্বাস এ পদ্ধতিতে মেটে আলুর চাষ করে ব্যাপক সফলতা পান। ঐ চাষ পদ্ধতি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে এ বছর গঙ্গারামপুর ইউনিয়নের বয়ারভাঙ্গা গ্রামের কার্তিক মণ্ডল বস্তায় মেটে আলু চাষ শুরু করেছেন।

বেড পদ্ধতিতে মেটে আলু চাষ

১২০টি বীজ রোপন করে ২৫৫ কেজি উৎপাদন

বটিয়াঘাটা দেবীতলা গ্রামের তাপস মল্লিক সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাবনায় মেটে আলু চাষ করে এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। বিগত বছর ১২০টি মেটে আলু লাগিয়ে ২৫৫ কেজি আলু পেয়েছেন। ২ শতাংশ একটি ক্ষেতে বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে তিনি বেনাঝাড়ে, আলতাপাত ও চুপড়ি জাতের মেটে আলু রোপন করেন। মাটিতে লম্বা ড্রেন ১ হাত অন্তর ১২"X১২" গর্ত করা হয়। পুরাতন ছাই, টিএসপি ও পটাশ সার ভালভাবে মিশিয়ে এই গর্ত ভরাট করে তিনি সেখানে মেটে আলু রোপন করেছেন। বাওনি অর্থাৎ মাচা হিসেবে পাশে কিছু ডাল পুতে দেন। মাত্র ৫ মাস পর আশ্বিন-কার্তিক মাসে সবগুলো আলু তুলে ১২০ পিচ আলু থেকে তিনি ২৫৫ কেজি আলু সংগ্রহ করেছেন। প্রতিটি আলু ১ থেকে ৩ কেজি পর্যন্ত ওজন হয়। পরিবারের খাবার চাহিদা মিটিয়ে বাজার দর ৪০-৫০ টাকা কেজি দরে তিনি ৯,২০০/- টাকার আলু বিক্রিয় করেছেন।

দেবীতলা কৃষক সংগঠনের সভাপতি তাপস মল্লিক এর নিকট আলু চাষ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন এবছর একই পদ্ধতিতে তিনি ২১০ পিচ আলু রোপন করেছেন। তার দেখা দেখি আশেপাশে মুক্তিশ্বর বিশ্বাস, নরেন মণ্ডল, প্রবীর মল্লিক, কৃষ্ণপদ মণ্ডল একই ভাবে আলু চাষে আগ্রহী হয়ে আলু চাষ করেছেন।

মনছুর আলীর সজিনা চাষে সাফল্য

খুলনা জেলাধীন বটিয়াঘাটা উপজেলার শিয়ালীডাঙ্গা গ্রামের মো: মনছুর আলী শেখ। তিনি নালুয়া কৃষক সংগঠনের সহসভাপতি ও বটিয়াঘাটা উপজেলা লোকজ মৈত্রী কৃষক ফেডারেশনের সহসভাপতি। আজ থেকে তিন বছর আগে ২০১৬ সালে লোকজ এর পরামর্শে তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে ৪০ খানা সজিনা ডাল সংগ্রহ করেন। পরে ডালগুলো তার ঘের পাড়ের ভেড়িতে রোপন করেন। ৪০টি ডালই বেঁচে যায়। ২ বছর পর প্রত্যেকটি ডাল একটি পূর্ণাঙ্গ গাছে পরিনত হয়। ২০১৯ সালে প্রত্যেকটি গাছে ফুল ধরে, প্রচুর সজিনা হয়। সজিনা বড় হওয়ার পর বাড়িতে ব্যাপারী ডেকে এনে প্রতি কেজি ৯০ টাকা দরে বিক্রয় করেন। ৩৭ টি গাছের সজিনা ১০,৭০০/- টাকায় বিক্রি করেন। বাকী ৩টি গাছের সজিনা নিজের সংসার, আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশিদের মাঝে বিতরণ করেন।

এবছরই তার গাছ থেকে ১৪৩ খানা বড় ডাল কেটেছেন। নিজে ৪৩ খানা লাগান। বাকী ১০০টি ডাল বিভিন্ন এলাকার মানুষের মধ্যে বিতরণ করেন। তাদেরকে সজিনার ডাল লাগানো এবং পরিচর্যা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন। মনছুর আলী আশা প্রকাশ করেন, আগামী ২০২০ সালে কমপক্ষে ৩০,০০০/- টাকার সজিনা তিনি বিক্রয় করতে পারবেন।

ঘেরপাড়ে বর্ষাকালীণ তরমুজ চাষ

অতিরিক্তি আয়ের উৎস

মাছ চাষের পাশাপাশি শীতকালে সবজি এবং বর্ষাকালে তরমুজ চাষ করে ব্যাপক লাভবান হয়েছেন খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার সদর ইউনিয়নে বলাবুনিয়া গ্রামের কৃষক দেবাশীষ মণ্ডল। তিন ভাইদের মধ্যে সবার ছোট দেবাশীষ। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এসএসসি তে ভাল রেজাল্ট করার পর এইচএসসি তে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। পরিবারে আর্থিক অনটনের কারণে লেখাপড়া বাদ দিয়ে কৃষি শ্রমিক ও কৃষি কাজে মননিবেশ করেন। কৃষি কাজ করতে করতে তিনি উপলব্ধি করেন বর্ষাকালে তরমুজ চাষের কথা। বর্ষাকালে তরমুজ চাষ করতে সেচের সমস্যা থাকে না। বাড়তী জমির প্রয়োজন হয় না। শীতকালীণ সবজির মাচার বাউনিতে তরমুজ গাছের লতা বাইতে পারে। এসময় তরমুজ চাষে তেমন কোনো উৎপাদন খরচ নেই বললেই চলে। যে কারণে লাভের সম্ভাবনা বেশি।

দেবাশীষ বাজার থেকে অমৃতা নামের তরমুজ বীজ সংগ্রহ করে। তিনি আষাঢ় মাসে তার নিজস্ব মৎস্য ঘেরে ১২০ ফিট লম্বা পাড়ে মোট ৯০টি তরমুজের গাছ লাগান। পরে গাছ বড় হলে মাচায় তুলে দিয়ে গাছের সঠিকভাবে পরিচর্যা করেন। প্রতিটি গাছে ২-৩ টি করে ফল রাখেন। প্রতিটি তরমুজের ওজন ২-৪ কেজি পর্যন্ত হয়। ৯০টি গাছে তিনি ২৩০টি তরমুজ বিক্রি করেন। বাকী তরমুজ পরিবারে ও আত্মীয়-স্বজনকে বিলিয়ে দেন। ৪০-৫০ টাকা কেজি দরে তরমুজগুলো বিক্রয় করেন। বীজ ক্রয়, সার ও কীটনাশক প্রয়োগ বাবদ খরচ হয় ৩,২০০/- টাকা। আর ২৩০টি তরমুজ তিনি বিক্রয় করেন ২৮,৩০০/- টাকায়।

জমিতে জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি, জৈব বালাইনাশক উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি এবং রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে আনার মাধ্যমে

২০৩০ সালের মধ্যে বটিয়াঘাটা হবে ৫০ ভাগ জৈবকৃষি উপজেলা

এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মশালায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

জমিতে জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি, জৈব বালাইনাশক উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি এবং রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে আনার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে বটিয়াঘাটা হবে ৫০ ভাগ জৈব কৃষি উপজেলা। বাংলাদেশ সরকার এর গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর সহযোগিতায়, বটিয়াঘাটা উপজেলা পরিষদ ও প্রশাসনের আয়োজনে ২৭ মে ২০১৯ সিএসএস আভা সেন্টার খুলনায় অনুষ্ঠিত স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালায় উল্লেখিত লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বটিয়াঘাটা উপজেলা নির্বাহী অফিসার আহমেদ জিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে খুলনা জেলা প্রশাসক হেলাল হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বটিয়াঘাটা উপজেলা চেয়ারম্যান আশরাফুল আলম খান। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জিয়াউর রহমান। এছাড়া কর্মশালাটিতে ফেসিলিটেটর ছিলেন খুলনা বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের কর্মকর্তা খাতুনে জান্নাত।

বিশ্বব্যাপী এসডিজির ১৭ অভীষ্টের আওতায় ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ২৩২টি সূচক রয়েছে। সূচকগুলো সকল দেশের জন্য সমভাবে বা একবারেই প্রযোজ্য নয়। সূচকসমূহের ব্যাপ্তী এত বিস্তৃত যে সবগুলো সূচক বাস্তবায়ন অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। অন্যদিকে বেশকিছু সূচক রয়েছে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং তা নিবিড়ভাবে বাস্তবায়ন করলে অন্য অনেক সূচক আপনা আপনি বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা, রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার ও চাহিদার আলোকে এসডিজি সূচকের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করছে। বিশ্বের সকল দেশ এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। এটি বাস্তবায়নে নেওয়া হচ্ছে স্থানীয় কৌশল। এই কৌশলকে সামনে রেখে বাংলাদেশে এসডিজি ওয়ার্কিং টিম এর তত্বাবধানে ৩৯টি সূচককে বাংলাদেশের এসডিজি অগ্রাধিকার তালিকায় স্থান করা হয়েছে। কর্মশালার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা তুলনামূলক যে বিষয় পিছিয়ে আছে সেখান থেকে নিজস্ব বিবেচনায় অতিরিক্ত ০১টি সূচক গ্রহণ করবে। এখানে উল্লেখ্য গত ২৭ মে ২০১৯ অনুষ্ঠিত স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালায় ২০৩০ সালের মধ্যে বটিয়াঘাটা উপজেলাকে ৫০ ভাগ জৈব কৃষি উপজেলায় উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

কর্মশালায় ০৮টি দল ০৮টি ভিন্ন বিষয় কাজ করে উপস্থাপন করেন। আটটি বিষয় উপস্থাপিত হওয়ার পর সকলের আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে উল্লেখিত সূচকটি গৃহীত হয়েছে। এখানে উল্লেখ থাকে যে ২০১৩ সাল থেকে লোকজ বটিয়াঘাটা উপজেলায় জৈব কৃষি আন্দোলন পরিচালনা করছে।

Loving Care for the Oppressed Society- LoCOS

An Organization for Social Empowerment

Village: Gangrampur, Post: Katianangla
Upazilla: Batiaghata, District: Khulna
Bangladesh
E-mail: locosdeb@yahoo.com
Web: www.locosbd.org
Cell: +88 01716 704110, +88 01937 702355